Sangbad Online
সংবাদ
প্রকাশনার ৬০ বছর
তারিখঃ ১৯-০৫-২০২৪ (পৃঃ ০৭)

ফসলের নিবিড়তা বাড়াতে কাজ করছে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

প্রতিনিধি, মধুপুর (টাঙ্গাইল)

ফসলের নিবিড়তা ও উৎপাদন বাড়াতে কাজ করা হচ্ছে। কৃষিকে আধুনিক বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরের চেষ্টা চলছে। দুই ফসলি জমিকে তিন ফসল ও তিন ফসলি জমিকে চার ফসলি জমিতে রূপান্তিরিত করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক (ডিজি) ড. মো. শাহজাহান কবীর। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীর মুশুদ্দি গ্রামের বটতলায় মাঠ দিবস এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

বটতলায় ধানের জাত : বঙ্গবন্ধু ধান ১০০, ব্রি ধান-১০২, ১০৪ ও ১০৫ মাঠ দিবস ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাঠ দিবসের আয়োজন করে রাইস ফার্মিং সিস্টেমস্ বিভাগ, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট গাজীপুর। মাঠ দিবসে আরএফএস বিভাগ ব্রি গাজীপুরের সিএসও এবং প্রধান ড. মো. ইব্রাহিমের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন ধান গবেষণার প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আমেনা খাতুন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর টাঙ্গাইল খামারবাড়ীর উপ-পরিচালক মো. কবির হোসেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান, সহকারী সম্প্রসার কর্মকর্তা দোলুয়ার হোসেন, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ফরিদ আহমেদ, কৃষক আনছার আলী ও হারুন মিয়া সহ অন্যরা। অনুষ্ঠানে কৃষক-কৃষাণীসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

Sangbad Online
সংবাদ
প্রকাশনার ৬০ বছর

তারিখঃ ১৯-০৫-২০২৪ (পৃঃ ১২)

গোপালগঞ্জে নতুন জাতের ধান চাষাবাদে বাজিমাত

প্রতিনিধি, টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ)

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত নতুন জাতের ব্রি হাইব্রিড ৮ ধানের প্রথম আবাদেই বাজিমাত করেছে গোপালগঞ্জের কৃষকরা। ৮ হেক্টরে সাড়ে ১০টন ফলন দিয়েছে এই ধান।

দেশে প্রচলিত যেকোনো হাইব্রিড জাতের ধানের তুলনায় এই ফলন অনেক বেশি।

এখন এই জাতের ধান দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের স্বপ্ন দেখাচ্ছে। সেই সঙ্গে এ জাতের ধান আবাদ করে অধিক লাভের আশা করছেন কৃষকরা ।

গোপালগঞ্জ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক প্রধান ও সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম জানান এই তথ্য।

ওই কর্মকর্তা জানান, চলতি বোরো মৌসুমে গোপালগঞ্জ জেলায় ২০ হেক্টর জমিতে ৫০ টি প্রদর্শনী প্লটে ব্রি হাইব্রিড ৮ ধানের আবাদ করেছে কৃষকরা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা , কৃষি বিজ্ঞানী, কৃষক ও পরিসংখ্যান বিভাগের কর্মকর্তার উপস্থিতিতেই প্রদর্শনী প্লট থেকে ধান কেটে মাড়াই ও পরিমাপ করা হয়। সেখানে হেক্টর প্রতি সাড়ে ১০ টন ফলন পাওয়া গেছে। এই জাতের ধান কৃষিতে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

টুঙ্গিপাড়া উপজেলার কুশলী গ্রামের কৃষক নাজমুল মোল্লা, রমজান সরদার, জাহাঙ্গীর গাজী, আরিফ গাজী ও মিজান মোল্লা বলেন, আমরা এর আগে হীরা হাইব্রিড ধান-২, এসএল-৮ সহ আরও অনেক জাতের হাইব্রিড ধানের আবাদ করেছি। ওইসব জাতে হেক্টরে ৮ থেকে সাড়ে ৮ টন ফলন পেয়েছি। কিন্তু ব্রি হাইব্রিড ৮ ধান চাষাবাদ করে শতাংশে ১ মনের বেশি ফলন পেয়েছি। সে হিসাবে হেক্টরে এই ধান সাড়ে ১০ টন ফলন দিয়েছে। এ ধানের চাল লম্বা। ওজনও বেশি। প্রতিটি ছড়ায় ধানের পরিমাণও বেশি পেয়েছি। জমিতে আগে এতো ধান ফলেনি। এই ধান চাষাবাদে সেচ ও সার খরচ কম লেগেছে। তেমন কোনো রোগ বালাই নেই। তাই কম খরচে বেশি ধান উৎপাদন করতে পেরে আমরা লাভবান হয়েছি। আমাদের দেখাদেখি অনেকেই আগামী বছর এ জাতের ধান চাষ করতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

টুঙ্গিপাড়া উপজেলার নিলফা গ্রামের কৃষক হাবিবুর রহমান বলেন, ধানটি হাইব্রিড। আবার লম্বা ও চিকন। নতুন এ জাতের ধান ফলনও বেশি দিয়েছে। বাজারে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। তাই আগামী বছর এ জাতের ধান আবাদ করব।

গোপালগঞ্জ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক কার্যালয়ের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সৃজন চন্দ্র দাস বলেন, এ ধানের জীবনকাল ১৪৫ দিন থেকে ১৪৮ দিন। ১ হাজারটি পুষ্ট ধানের ওজন ২৪.৩ গ্রাম। ধানের আকৃতি লম্বা ও চিকন এবং ভাত হয় ঝরঝরে। চালে অ্যামাইলোজ ২৩.৩% এবং প্রোটিন ৯.২%। দানার পুষ্টতা ৮৮.৬%। ভালো পরিচর্যা পেলে এ জাতের ধান ১১ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। তাই বাংলাদেশর কৃষিতে এ ধান সমৃদ্ধির আশা জাগিয়েছে।

গোপালগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ আ. কাদের সরদার বলেন, গোপালগঞ্জে অন্তত ৭৮% জমিতে হাইব্রিড ধানের আবাদ হয়। প্রথম আবাদে এই ধান বাজিমাত করেছে। হাওর অঞ্চলসহ অনেক নিচু জলাভূমি বেষ্টিত জেলায় হাইব্রিড ধানের আবাদ হয়ে থাকে। এই জাতের ধানের আবাদ ছড়িয়ে দিতে পারলে দেশে ধানের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাবে। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে এই ধান অবদান রাখবে।